163

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭৬ কলাম ৩

প্রধান ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ ॥ ছাত্রনেতৃত্বে বন্ধ্যাত্ব

আনোয়ার আলদীন ॥ দেশের প্রধান পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ হইতে ৮ বছর ধরিয়া ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ। ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত প্রায় পৌনে এক লক্ষ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সৃজনশীল কার্যক্রমের বিকাশ ঘটিতেছে না। নূতন কোন মেধাবী ছাত্র নেতৃত্বও গড়িয়া উঠিতেছে না। অছাত্র-বহিরাগতদের হাতে চলিয়া যাইতেছে ছাত্র নেতৃত্ব। সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতিতে স্থবিরতা দেখা দিয়াছে। নির্বাচনে পরাজয়-ভীতির কারণে রাজনৈতিক সংগঠনগুলির অনীহা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ছাত্র সংসদের ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিধিতে নিয়মিত প্রতিবছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ রহিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা ৮ বছর ধরিয়া ছাত্র সংসদ নির্বাচন হইতেছে না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন বন্ধ ৭ বছর। খুলনা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই অবধি নির্বাচনই হয় নাই। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হইতেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালের পর গত বছর ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন সবসময়ই নির্বাচন হউক ইহা দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু সরকার বিরোধী এবং কিছু ক্ষুদ্র ছাত্র সংগঠন নানান অজুহাত তুলিয়া নির্বাচনের বিরোধিতা করে। ফলে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সংসদ

(শেষ পৃঃ পর)

নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও এই বিরোধী সংগঠনগুলির সন্ত্রাসসহ অনাহূত ঝামেলার কারণে উহাতে ব্যর্থ হয়।

সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ 'ডাকসু' নির্বাচন হইয়াছিল ১৯৯০ সালের ৬ই জুন। উহার পর ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে কর্তৃপক্ষ তিন দফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু একটি হত্যাকান্ডসহ সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচন করিতে ব্যর্থ হন। উহার পর ডাকসু নির্বাচনের আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালে 'রাকসু' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পর পর দুই দফা রাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে নির্বাচনী উদ্যোগ ভন্ডুল হইয়া যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। উহার পর কর্তৃপক্ষ আর নির্বাচনের উদ্যোগ নেয় নাই।

১৯৯২ সালের শুরুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ বছর অতিক্রান্ত হইলেও আর নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।

ইহার মধ্যে গত বছরের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট 'ডাকসু' বাতিল ঘোষণা করে। কিন্তু ভিসি আজও আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাতিলাদেশ কার্যকর কিংবা নূতন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন নাই। ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী জানাইয়াছেন, দ্রুত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিয়া তিনি সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।